ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৭৮২৫

ড. মোঃ গোলাম মুস্তাফা, মহাব্যবস্থাপক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন ঃ ৭১১০২১১, ৭১২০৯৫১
ই-মেইল ঃ golam.mustafa@bb.org.bd

ওয়েবসাইট : www.bangladeshbank.org.bd
www.bangladesh-bank.org

স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

ডিপিপি-০৩-২০১০-১০০০

ব্যাংক পরিচালকদের জন্য গাইডলাইন

বাংলাদেশ ব্যাংক

ফেব্রুয়ারি ২০১০

ব্যাংক পরিচালকদের জন্য গাইডলাইন

বাংলাদেশ ব্যাংক
ফেব্রুয়ারি ২০১০

মুখবন্ধ

একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উন্নত ব্যাংকিং পরিসেবা বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি এবং অর্থনীতিকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির সোপানে উন্নীতকরণের অপরিহার্য উপাদান। আর ব্যবস্থাপনায় সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি ও বাজার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সুষ্ঠু ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের পূর্বশর্ত।

কোন ব্যাংক-কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব, অন্যান্য কোম্পানীর ন্যায়, এর পরিচালনা পর্ষদের ওপর ন্যস্ত থাকে। ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড প্রধানত আমানতকারীদের অর্থে পরিচালিত হয় বিধায় আমানতকারীদের আস্থা অর্জন করা ও তা বজায় রাখা অপরিহার্য। আমানতকারী ও শেয়ারধারকগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনার নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ব্যাংকের নীতি-নির্দেশনা প্রণয়ন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান সুচারুরূপে সম্পন্নকরণ তথা ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও কর্পোরেট গভর্নেন্স নিশ্চিত করা পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব। প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সুষ্ঠু ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ দায়বদ্ধ থাকে। বিদ্যমান আইন ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশনার আলোকে ব্যাংকের পরিচালকগণ নতুন নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এক্ষেত্রে পরিচালকদের আইন ও বিধি-বিধানের হালনাগাদ সংস্করণ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকা আবশ্যক। রেগুলেটর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যাশা করে, ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠাসহ ব্যাংকগুলো তাদের সকল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সময়োচিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে এবং দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত উন্নত ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

ব্যাংক-কোম্পানী পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সম্বলিত এ গাইডলাইন প্রণয়নের সার্বিক কর্মকাণ্ডে জড়িত আমার সহকর্মীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, এ গাইডলাইনটি ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যাংক পরিচালনায় পরিচালকগণের জন্যে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

(ড. আতিউর রহমান)
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

সূচি

১. ভূমিকা ৭

২. পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সম্পর্কিত নীতিমালা ৮

৩. আমানতকারীদের মধ্য হতে পরিচালক নিয়োগ ৮

৪. পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ৯-১৫

৪.১ পরিচালনা পর্ষদের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা ১০
৪.২ পর্ষদের কমিটি গঠন ১১
৪.৩ নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১১
৪.৪ অডিট কমিটির গঠন ও সদস্য সংখ্যা ১১
৪.৫ অডিট কমিটির কার্যাবলী ১১
৪.৬ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ১১
৪.৭ পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠান ১২
৪.৮ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ ১২
৪.৯ প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা ১২
৪.১০ পরিচালক পদে শূন্যতা ও অপসারণ ১৩
৪.১১ বিকল্প পরিচালক নিয়োগ ১৪
৪.১২ পরিচালকদের প্রশিক্ষণ ১৪
৪.১৩ পরিচালকদের ঋণদান সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ ১৪
৪.১৪ পরিচালকদের কতিপয় কাজে বাধা-নিষেধ ১৫

৫. পরিচালকগণ কর্তৃক প্রদেয় ঘোষণাপত্র ১৬

৫.১ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সম্মতিপত্র ১৬
৫.২ পরিচালকের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র ১৬
৫.৩ পরিচালক কর্তৃক গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র ১৭

৬. পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১৭

৬.১ ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা ১৭
৬.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১৭

৭. নীতিমালা প্রণয়ন ১৮

৮. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ১৯

৮.১ ব্যাংকের মুখ্য ঝুঁকি (Core Risks) ব্যবস্থাপনা ১৯
৮.২ ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন ১৯
৮.৩ ঋণ তথ্য ব্যুরো (CIB) ২০

৯. ব্যাংকের পারফরমেন্স মূল্যায়ন ২১

৯.১ ক্যামেলস (CAMELS) রেটিং ২১
৯.২ আগাম সতর্ক ব্যবস্থা (Early Warning System-EWS) ২২

১০. মূলধন পর্যাপ্ততা ২২
১০.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ২২
১০.২ ব্যাসেল-২ ২৩
১০.৩ মূলধন সংরক্ষণের বিষয়ে পর্ষদের করণীয় ২৩
১১. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঋণ ঝুঁকি গ্রেডিং, সিআইবি, মূলধন পর্যাপ্ততা ও ব্যাংকের পারফরমেন্স মূল্যায়নের কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক ২৪
১২. ঋণ মঞ্জুরি ২৫
১২.১ ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা ২৫
১২.২ ঋণ ও অগ্রিম-ব্যবসায়িক ঋণ ২৫
১২.৩ চলতি মূলধন ২৫
১২.৪ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ২৬
১২.৫ ঋণ অবলোপনের নীতিমালা ২৭
১২.৬ অগ্রাধিকার খাতে ঋণ প্রদান ২৭
১২.৭ একক ঋণ গ্রহীতাকে প্রদেয় সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ২৭
১২.৮ নির্দিষ্ট সময়ান্তে অর্পিত ক্ষমতা পর্যালোচনা ২৭
১৩. পর্ষদের জন্য স্মারক প্রস্তুতকরণ ২৭
১৩.১ বিষয়-ভিত্তিক পর্ষদ স্মারকের ধরন ২৭
১৩.২ স্মারকে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবশ্যকীয় মৌলিক বিষয় ২৮
১৩.৩ পর্ষদে স্মারক উপস্থাপনের পর্যায়ভিত্তিক সময়সীমা (টপশীট) ২৮
১৪. পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ ২৯
১৫. পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ২৯
১৫.১ পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাপকাঠি ২৯
১৫.২ পর্ষদে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিল ২৯
১৬. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ৩০
১৬.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকনির্দেশনা ৩০
১৬.২ নির্দিষ্ট সময়ান্তে পর্যালোচনা ৩১
১৭. পরিচালকগণের নিকট ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় আইনকানুন ও বিধিবিধান ৩৩
১৮. সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম (CSR) পরিপালন ৩৪

সংযুক্তি ৩৫

সংযুক্তি১ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সম্মতিপত্র ৩৮
সংযুক্তি২ পরিচালকের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র ৩৯
সংযুক্তি৩ পরিচালক কর্তৃক গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র ৪০
সংযুক্তি৪ পর্ষদ স্মারকের টপশীট (ঋণ সংক্রান্ত) ৪১
সংযুক্তি৫ পর্ষদ স্মারকে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদন/নিষ্পত্তির সময়সীমা ৪২
সংযুক্তি৬ পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়ার মাপকাঠি ৪৪
সংযুক্তি৭ পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ৪৫
সংযুক্তি৮ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের তালিকা ৪৬

ভূমিকা

কোনো ব্যাংক-কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকে। ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যাংক ব্যবসা প্রধানত আমানতকারীদের অর্থে পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে আমানতকারীদের আস্থা অর্জন ও বজায় রাখা অপরিহার্য।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদ স্ব স্ব ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ (Policy Making Body)। পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও জবাবদিহিতা নির্দিষ্ট করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক সময় সময় সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার জারি করা হয়।

বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের আওতায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত পরিপত্র ও নির্দেশনার আলোকে নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা পরিচালনা পর্ষদের প্রধান দায়িত্ব। ব্যাংকের দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ, লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রতিযোগিতা মোকাবিলার কৌশল নির্ধারণ, আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সাশ্রয়, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস, উন্নত ও প্রতিযোগিতামূলক গ্রাহকসেবা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কৌশলগত বিষয় নিষ্পত্তি করা পর্ষদের দায়িত্ব।

এছাড়া ব্যাংকের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা অনুমোদন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, ঋণ নীতি অনুমোদন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন, নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন, চাকুরি বিধি প্রণয়ন, নিরীক্ষা পরিকল্পনা অনুমোদন, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, আর্থিক, ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation), ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা পর্যালোচনা, ক্রয় ও সংগ্রহ নীতিমালা অনুমোদন ইত্যাদি বিষয় পর্ষদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার, আমানতকারী ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নিকট পর্ষদের জবাবদিহিতা আছে। সুষ্ঠুভাবে ব্যাংক পরিচালনার জন্য পরিচালকগণের ব্যাংকিং সংক্রান্ত আইন-কানুন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত বিধি-বিধান ও ব্যাংকের বিভিন্ন ম্যানুয়াল ও সার্কুলার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। ব্যাংক পরিচালকদের জন্য সংক্ষিপ্তাকারে প্রণীত এই গাইডলাইন ব্যাংক পরিচালনার জন্য সহায়ক হবে।

২. পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সম্পর্কিত নীতিমালা (Fit and Proper Test Criteria) [১]

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে ঃ

- সংশিষ্ট ব্যক্তির অন্যূন ১০ (দশ) বছরের ব্যবস্থাপনা/ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
- তিনি ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হননি কিংবা কোনো জালজালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না বা জড়িত নন;
- তাঁর সম্পর্কে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আদালতের রায়ে কোনো বিরূপ পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য নেই;
- তিনি আর্থিক খাত সংশিষ্ট কোনো নিয়ামক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লংঘনজনিত কারণে দণ্ডিত হননি;
- তিনি এমন কোনো কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন না, যার নিবন্ধন/লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হয়েছে;
- তাঁর নিজের কিংবা স্বার্থসংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ খেলাপী নেই;
- তিনি কোনো সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হননি;
- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁকে অনুগত থাকতে হবে। তবে কোনো বিষয়ে তিনি ভিন্নমত পোষণ করলে তা পর্ষদের কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করাতে পারেন এবং/কিংবা গুরুত্ব বিবেচনায় তা বাংলাদেশ ব্যাংকের গোচরে আনতে পারেন।

৩. আমানতকারীদের মধ্য হতে পরিচালক নিয়োগ [২]

ব্যাংকসমূহে আমানতকারীদের মধ্য হতে দু'জন পরিচালক নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মাপকাঠি আমানতকারীদের মধ্য হতে পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আমানতকারীদের মধ্য হতে নিযুক্ত ব্যাংকের পরিচালকদের মেয়াদ হবে তিন বছর, যা পরবর্তী আরও একটি মেয়াদের জন্য বৃদ্ধি করা যায় অর্থাৎ একজন আমানতকারী পরিচালক ছয় বছরের জন্য স্বীয় পদে নিয়োজিত থাকতে পারবেন। একাদিক্রমে ছয় বছর আমানতকারী পরিচালক থাকার পর একটি মেয়াদ (তিন বছর) বিরতি দিয়ে তিনি আবার ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার যোগ্য হবেন। আমানতকারীদের মধ্য হতে ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগের সময় নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয় ঃ

---

[১] বিআরপিডি সার্কুলার নং ১১, তারিখ ০৫-১১-২০০৭

[২] আমানতকারীদের মধ্য হতে ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত বিধি, ২০০৮

- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উক্ত ব্যাংক্ক কোম্পানীর আমানতকারী হতে হবে। পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে ব্যাংকে তাঁর আমানত অব্যাহত থাকতে হবে।
- তাঁকে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। তাঁকে নিজ পেশায় সুনামের অধিকারী হতে হবে। অর্থনীতি, বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা শিল্পবাণি জ্যে পেশাগত অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিকে পরিচালক নিয়োগে প্রাধান্য দিতে হবে।
- তিনি কোনো ব্যাংক্ক কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী কিংবা স্টক এক্সচেঞ্জ এর পরিচালক, কর্মকর্তা/কর্মচারী কিংবা উপদেষ্টা হতে পারবেন না।
- তিনি নিজে অথবা তাঁর পরিবারবর্গ সামষ্টিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক্ক কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের ১% এর অধিক শেয়ার ধারণ করতে পারবেন না।
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংক্ক কোম্পানীতে আমানত কিংবা পরিশোধিত মূলধনের অনধিক ১% পর্যন্ত শেয়ার ধারণ ব্যতীত তাঁর আর কোনো ব্যবসায়িক কিংবা মুনাফার সম্পর্ক থাকতে পারবে না।
- তিনি কখনও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক্ক কোম্পানীর বেতনভুক কিংবা লাভজনক পদে কিংবা পরিচালক হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকলে আমানতকারীদের মধ্য হতে পরিচালক নির্বাচিত হতে পারবেন না। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক্ক কোম্পানীর আইন পরামর্শক ও বহিঃহিসাব নিরীক্ষকগণও উক্ত ব্যাংকে আমানতকারীদের মধ্য হতে পরিচালক নির্বাচিত হতে পারবেন না।
- তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক্ক কোম্পানীর পরিচালকের পরিবারের কোনো সদস্য হতে পারবেন না কিংবা পরিচালকের মালিকানাধীন/পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকবে না।
- তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবেন না।
- তিনি কোনো ঋণ, কর কিংবা বিল খেলাপী হতে পারবেন না।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত ব্যাংক পরিচালকদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সম্পর্কিত নীতিমালা (Fit and Proper Test Criteria) আমানতকারীদের মধ্য হতে নিযুক্ত পরিচালকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৪. পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা [৩]

প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক সুষ্ঠু ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ দায়বদ্ধ। ঋণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, আয়ুব য়য় বৃদ্ধি ইত্যাদিসহ ব্যাংকসমূহের সার্বিক আর্থিক, পরিচালনাগত ও প্রশাসনিক নীতিনির্ধারণী ও নির্বাহী কার্যক্রমে পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের চেয়ারম্যান, ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মধ্যে দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিভাজন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

[৩] বিআরপিডি সার্কুলার নং ৬, তারিখ ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০

৪. ১ পরিচালনা পর্ষদের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(ক) পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও কার্যপরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রণয়ন করবে;

(খ) ব্যাংকের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে পর্ষদ প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য 'মুখ্য কর্মসম্পাদন নির্দেশক' (Key Performance Indicator-KPI) নির্ধারণ করবে এবং তা সময় সময় মূল্যায়ন করবে;

(গ) বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধা নের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরি ও নবায়ন, ঋণ আদায়, পুনঃতফসিল, সুদ মওকুফ এবং অবলোপনের নীতি, কৌশল, বিধিব ্যবস্থা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে;

(ঘ) কোনো পরিচালক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবেন না;

(ঙ) পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং প্রণীত নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে;

(চ) পর্ষদ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহিঃনিরীক্ষা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ পরিপালনের বিষয়ে পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে;

(ছ) নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত নীতি এবং চাকুরিবিধি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত এবং অনুমোদিত হবে;

(জ) প্রশাসনিক কার্যক্রমে পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পরিচালকগণ কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট হতে কিংবা হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না;

(ঝ) ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাবের সঠিক মূল্যায়নে দক্ষতাসহ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক ইলেকট্রনিক ও তথ্য প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) চালুর বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ বিশেষ নজর দেবে;

(ঞ) ব্যাংকের বার্ষিক বাজেট এবং বিধিবদ্ধ আর্থিক বিবরণীগুলো পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্তভাবে প্রণীত হবে। ব্যাংকের আয়, ব্যয়, তারল্য সংস্থান, মেয়াদোত্তীর্ণ/অনাদায়ী ঋণ, মূলধন ভিত্তি ও পর্যাপ্ততা, প্রভিশন সংরক্ষণ এবং আইনগত কার্যক্রমসহ খেলাপী ঋণ আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্ষদ পর্যালোচনা/পরিবীক্ষণ করবে।

(ট) ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রমের নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত হবে।

৪.২ পর্ষদের কমিটি গঠন [৪]

জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য পর্ষদের পরিচালকদের সমন্বয়ে একটি নির্বাহী কমিটি এবং একটি অডিট কমিটি গঠন করা যেতে পারে। নির্বাহী কমিটি ও অডিট কমিটি ব্যতীত পর্ষদ কর্তৃক অন্য কোনো কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন করা যাবে না। কোনো কমিটিতে বিকল্প পরিচালকগণকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৪.৩ নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা [৫]

নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা পর্ষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি হবে না।

৪.৪ অডিট কমিটির গঠন ও সদস্য সংখ্যা [৬]

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত পর্ষদের তিনজন সদস্যকে নিয়ে পর্ষদের অডিট কমিটি গঠিত হবে। কমিটির সদস্যগণ পর্ষদ কর্তৃক তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। অডিট কমিটি বছরে কমপক্ষে তিন-চারটি সভা করবে। তবে প্রয়োজনে কমিটি যে কোনো সময় সভায় মিলিত হতে পারবে।

৪.৫ অডিট কমিটির কার্যাবলী

অডিট কমিটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা, আর্থিক ঝুঁকি, আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ, বিদ্যমান আইন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত বিধি-বিধানের পরিপালন ইত্যাদি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক, বহিঃনিরীক্ষক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরির্দশক দল কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত ভুল-ত্রুটি, জাল-জালিয়াতি ও অন্যান্য অনিয়মাদি নিয়মিতকরণের ব্যাপারে কমিটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদে পরিপালন প্রতিবেদন পেশ করবে ।

৪.৬ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব [৭]

(ক) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান (বা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটির চেয়ারম্যান বা কোনো পরিচালক) ব্যক্তিগতভাবে কোনো নীতিনির্ধারণী বা নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার রাখেন না বিধায় তিনি ব্যাংকের প্রশাসনিক বা পরিচালনাগত তথা দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ করবেন না বা হস্তক্ষেপ করবেন না ।

---

[৪] বিআরপিডি সার্কুলার নং ৬, তারিখ ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০, বিআরপিডি সার্কুলার নং ১২, তারিখ ২৩-১২-২০০২

[৫] বিআরপিডি সার্কুলার নং ৬, তারিখ ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০

[৬] বিআরপিডি সার্কুলার নং ৬, তারিখ ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০

[৭] বিআরপিডি সার্কুলার নং ৬, তারিখ ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০

(খ) পর্ষদের পরিবীক্ষণ দায়িত্বের আওতায় চেয়ারম্যান ব্যাংকের কোনো শাখা বা অর্থায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। তিনি ব্যাংকের পরিচালনা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য অধিযাচন করতে বা কোনো বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন; প্রাপ্ত তথ্য বা তদন্ত প্রতিবেদন পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে প্রধান নির্বাহী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা পর্ষদের মাধ্যমে প্রধান নির্বাহীর বক্তব্যসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে ।

(গ) চেয়ারম্যানের অনুকূলে পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে ব্যাংকের ব্যবসায়িক স্বার্থে অফিসকক্ষ, একজন ব্যক্তিগত সচিব/সহকারী, একজন পিয়ন/এমএলএসএস, অফিসে একটি টেলিফোন, দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য একটি মোবাইল ফোন ও একটি গাড়ি দেয়া যেতে পারে ।

৪.৭ পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠান

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা সাধারণভাবে প্রতি মাসে অন্তত একটি বা প্রয়োজনে একাধিক অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে পর্ষদের সভা তিন মাসে অন্তত একটির কম হবে না ।

৪.৮ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ [৮]

ব্যাংকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সংশিষ্ট ব্যক্তির ১৫ বছরের ব্যাংকিং পেশায় অভিজ্ঞতা আবশ্যক হবে। যোগ্যতাসূচক শেয়ার ধারণ ব্যতিরেকে পরিচালকদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মাপকাঠি তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৬৫ বছর। প্রধান নির্বাহী নিযুক্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং ঐরূপে নিযুক্ত প্রধান নির্বাহীকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে তাঁর পদ হতে বরখাস্ত, অব্যাহতি বা অপসারণ করা যাবে না।

৪.৯ প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা [৯]

ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্যবিধ যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তিনি নিম্নোক্তরূপ দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ঃ

(ক) পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত আর্থিক, ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা মোতাবেক প্রধান নির্বাহী স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন। ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যপরিকল্পনা, দক্ষ বাস্তবায়ন এবং সুষ্ঠু প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তিনি জবাবদিহি করবেন।

---

[৮] বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ১৫, ০৬ ও ০৩, তারিখ যথাক্রমে ০৩-০৯-২০০২, ১৬-০৩-২০০৩ ও ০১-০২-২০০৬

[৯] বিআরপিডি সার্কুলার নং ৬, তারিখ ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০

(খ) প্রধান নির্বাহী ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এবং/অথবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিবিধা নের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করবেন।

(গ) পরিচালনা পর্ষদ ও পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটির সভায় ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক স্মারক উপস্থাপনকালে উত্থাপিত কোনো বিষয়ে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধা নের ব্যত্যয়/লংঘন থাকলে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য প্রধান নির্বাহী কর্তৃক স্মারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ঘ) প্রধান নির্বাহী ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ বা অন্য কোনো আইন/বিধি লংঘন বিষয়ক তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করবেন।

(ঙ) প্রধান নির্বাহীর নিচে পরবর্তী ০২ (দুই) স্তর ব্যতিরেকে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রধান নির্বাহীর উপর ন্যস্ত থাকবে। পর্ষদের অনুমোদিত মানবসম্পদ নীতি ও জনবল মঞ্জুরির ভিত্তিতে অনুমোদিত চাকুরিবিধি মোতাবেক প্রধান নির্বাহী এ সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। পর্ষদ বা পর্ষদের কোনো কমিটির চেয়ারম্যান বা কোনো পরিচালক এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হবেন না বা হস্তক্ষেপ করবেন না। প্রধান নির্বাহীর এক ধাপ অধস্তন ব্যতীত অন্য সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রধান নির্বাহীর উপর ন্যস্ত থাকবে, যা তিনি ব্যাংকের অনুমোদিত চাকুরিবিধি অনুযায়ী প্রয়োগ করবেন। তাছাড়া পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত মানবসম্পদ নীতির আওতায় প্রধান নির্বাহী প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন দিবেন ।

৪.১০ পরিচালক পদে শূন্যতা ও অপসারণ

ব্যাংক বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে যে কোনো পরিচালককে অপসারণ করতে পারবে। কোনো পরিচালক একাদিক্রমে তিনটি পর্ষদ সভায় অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকলে, কোনো ব্যাংকের ঋণখেলাপীতে পরিণত হয়ে নোটিশ পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করলে, নিযুক্তির সময় মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করলে কিংবা তাঁর যোগ্যতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের পদ শূন্য হয়ে যাবে।

কোনো পরিচালকের নামে কিংবা তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ খেলাপী হয়ে পড়লে বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্যে সংশ্লিষ্ট পরিচালককে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৭ ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নোটিশ প্রদান করা হয়। নোটিশ পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে আইনের উক্ত ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরিচালকের পদ শূন্য হয়ে যাবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১এর ১৭ ধারার অধী নে কোনো পরিচালকের পদ শূন্য হলে, শূন্য হওয়া পদের বিপরীতে যে ব্যক্তি পরিচালক ছিলেন, তিনি তদ্‌কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক্ক কোম্পানীর প্রাপ্য সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করার তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে, উক্ত ব্যাংক্ক

কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো ব্যাংক কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হতে পারবেন না। উলেখ্য, তাঁর নিকট প্রাপ্য টাকা সংশিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাঁর শেয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায় করা যাবে।

আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ সম্পাদন কিংবা জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৬ ও ৪৭ ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক, চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অপসারণ ও পর্ষদ বাতিল করতে পারে।

৪.১১ বিকল্প পরিচালক নিয়োগ [১০]

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ১০১ ধারার বিধান পরিপালন সাপেক্ষে অন্যান্য কোম্পানীর অনুরূপ ব্যাংক-কোম্পানীতেও মূল পরিচালকের কেবলমাত্র বিদেশে অন্যূন ৩ মাস নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানজনিত অনুপস্থিতির বিপরীতে বিকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যায়। মূল পরিচালকের বিদেশ গমন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নিশ্চিতকরণের দায়দায়িত্ব ব্যাংক-কোম্পানীর ওপর বর্তাবে। কোনো খেলাপী ঋণগ্রহীতা কিংবা কোম্পানী আইন বা অন্য কোনো আইন বা বিধি বা নির্দেশনাবলে ব্যাংক পরিচালক হওয়ার জন্য অযোগ্য ব্যক্তিকে বিকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। বিকল্প পরিচালকের নিজের নামে কিংবা তাঁর স্বার্থসংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনোরূপ ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না, পূর্বে প্রদত্ত ঋণ সুবিধার মেয়াদ বা সীমা বৃদ্ধি করা যাবে না কিংবা কোনো মওকুফ বা সুদারোপ রহিতকরণ সুবিধা দেয়া যাবে না।

৪.১২ পরিচালকদের প্রশিক্ষণ

পরিচালক হিসেবে সুষ্ঠুভাবে ব্যাংকে দায়িত্ব পালনের জন্য সংশিষ্ট পরিচালক ব্যাংকিং আইন, অন্যান্য সংশিষ্ট আইন, বিধিবিধান ও পরিচালক দের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করবেন ।

৪.১৩ পরিচালকদের ঋণদান সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ [১১]

(ক) পরিচালকদের নিজ নামে বা তাদের স্বার্থসংশিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১এর ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের উপর বাধানি ষেধ সম্পর্কিত ২৭ ধারার ও কোম্পানী আইন, ১৯৯৪এর ১০৩ ধারার বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হয়। 'পরিচালক' বলতে পরিচালকের স্ত্রী, স্বামী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন এবং ঐ পরিচালকের উপর নির্ভরশীল সকলকে বোঝাবে;

[১০] বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ১২, তারিখ ১০-০৬-২০০৩

[১১] বিআরপিডি সার্কুলার নং ৭, তারিখ ৫ আগস্ট ১৯৯৯

(খ) ব্যাংকের পরিচালক বা পরিচালকদের স্বার্থসংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিনা জামানতে কোনো ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করা যায় না। তাছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে তাদের গৃহীত ঋণ মওকুফ করা যায় না;

(গ) ব্যাংকের পরিচালক বা পরিচালকদের স্বার্থসংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদেয় ঋণসুবিধা বা গ্যারান্টি বা জামানত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রদেয় ঋণ সুবিধার পরিমাণ পরিচালকের নিজ নামে ধারণকৃত ঐ ব্যাংকের শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের ৫০% এর অধিক হবে না;

(ঘ) মুদারাবা বা মুশারাকা ঋণ পদ্ধতিসহ ঋণগ্রহীতাকে লোকসান বহন থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিক অব্যাহতি প্রদান করা হয় এমন কোন ঋণ ব্যাংকের কোনো পরিচালক বা পরিচালকের আত্মীয়-স্বজনের অনুকূলে প্রদান করা যাবে না;

(ঙ) ব্যাংকের কোনো পরিচালক বা তাঁর স্বার্থসংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১০ লক্ষ টাকার প্রত্যক্ষ ঋণ (Funded) এবং ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ (Funded & Nonfunded) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক প্রদান করতে হবে;

(চ) কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে ব্যাংকের পরিচালক যে পরিমাণ (শতাংশ) শেয়ার ধারণ করবেন উক্ত কোম্পানীর সেই অনুপাতে ব্যাংক ঋণ পরিচালকের দায় হিসাবে গণ্য হবে;

(ছ) কোনো ঋণের বিপরীতে পরিচালক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট অংকের গ্যারান্টি প্রদান করা হলে পরিচালকের দায় ঐ পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকবে;

(জ) পরিচালক বা প্রাক্তন পরিচালকের ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত, সহজামানত, গ্যারান্টি ইত্যাদি পরিবর্তন করতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৪.১৪ পরিচালকদের কতিপয় কাজে বাধা-নিষেধ [১২]

কোনো পরিচালক -

(ক) ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না;

(খ) ব্যাংকের রুটিন কিংবা প্রশাসনিক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করবেন না;

(গ) ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কোনো বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করবেন না;

(ঘ) কোনো ঋণ প্রস্তাবে কিংবা ব্যাংকের ভবন নির্মাণে ঠিকাদার, স্থপতি, ডাক্তার, আইনজীবী নিয়োগ/ প্যানেলভুক্তকরণে কারো জামিনদার হবেন না;

(ঙ) কাউকে কোনো সুবিধা প্রদানের বিষয়ে ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করবেন না;

[১২] বিআরপিডি সার্কুলার নং- ৬, তারিখ ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০

(চ) তাঁর স্বার্থসংশিষ্ট ঋণ প্রস্তাব পরিচালনা পর্ষদে উত্থাপনকালে সংশিষ্ট পরিচালক উপস্থিত থাকবেন না। কোনো ঋণে বা পর্ষদে গৃহীতব্য কোন প্রস্তাবের সাথে তাঁর স্বার্থসংশিষ্টতা থাকলে বিষয়টি সভার পূর্বে পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করবেন;

(ছ) ব্যাংকে কোনো নিয়োগ, পদোন্নতি কিংবা বদলীর ক্ষেত্রে কোনোভাবে সংশিষ্ট হতে কিংবা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না ।

৫. পরিচালকগণ কর্তৃক প্রদেয় ঘোষণাপত্র

৫.১ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সম্মতিপত্র [১৩]

ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সম্মতিপত্র (সংযুক্তি১) স্বাক্ষরপূর্বক যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের পরিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

৫.২ পরিচালকের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র [১৪]

(ক) পরিচালক পদপ্রার্থীকে নির্দিষ্ট ছক (সংযুক্তি২) অনুযায়ী এই ম র্মে একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে যে, উক্ত ধারায় বর্ণিত এবং ঘোষণাপত্রে উলিখিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততা অনুযায়ী তিনি ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্য নন।

(খ) উক্ত ঘোষণাপত্রটি সংশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং তিনি পরিচালক নির্বাচিত হলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) পরিচালক নিয়োগের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা নিশ্চিতকল্পে পরিচালক নিয়োগ/পুনঃনিয়োগের পূর্বে মনোনীত ব্যক্তি ঋণ খেলাপী কিনা তা বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) এর হালনাগাদ রিপোর্টের মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। প্রদত্ত ঘোষণাপত্রের সাথে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত সিআইবি রিপোর্ট এবং পরিচালকদের হালনাগাদ তালিকাও সংযুক্ত করতে হয়। [১৫]

পরিচালক পদে যোগ্যতা ও উপযুক্ততার উলিখিত শর্তাবলী সকল শেয়ারধারক, পরিচালকগণ ও চেয়ারম্যানকে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী অবহিত করবেন।

---

[১৩] কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর ৯৩(১) ধারা

[১৪] বিআরপিডি সার্কুলার নং ১১, তারিখ ০৫ নভেম্বর ২০০৭

[১৫] বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৫, তারিখ ২৮ জানুয়ারি ২০১০

৫.৩ পরিচালক কর্তৃক গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র

পরিচালক হিসেবে নিযুক্তির পর একজন পরিচালক এ মর্মে ঘোষণাপত্রে (সংযুক্তি৩) স্বাক্ষর করবেন যে, পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বিবেচনার্থে উপস্থাপিত কোনো বিষয় অথবা পরিচালক হিসেবে তাঁর গোচরীভূত কোনো বিষয় তিনি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করবেন না। তবে ঘোষণাপত্রে আরও উল্লেখ করতে হবে যে, তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক হলে অথবা প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী বাধ্য হলে অথবা পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেই কেবলমাত্র তিনি তা প্রকাশ করবেন।

গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত উপরিউক্ত ঘোষণা মোতাবেক পরিচালকগণ

(ক) পর্ষদের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তথ্য অন্য কারো কাছে প্রকাশ করবেন না;

(খ) পর্ষদের আলোচ্যসূচির বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখবেন;

(গ) সভা অনুষ্ঠানের পর পর্ষদের কার্যপত্র ব্যাংকের নিকট ফেরত প্রদান করবেন;

(ঘ) পরিচালনা পর্ষদের সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিকট হতে সরাসরি ব্যাংকের কোনো ফাইলপত্র তলব করতে পারবেন না। কোনো বিষয়ে তথ্য/ব্যাখ্যা আবশ্যক হলে তা ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে পর্ষদে উপস্থাপিত হবে।

৬. পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৬.১ পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

ব্যাংকগুলোকে পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Plan) প্রণয়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদের করণীয় নিম্নরূপ ঃ

পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও কার্যপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;

পরিচালনা পর্ষদ বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মপরিক ল্পনা করবে।

৬.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কার্যপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে। পরিচালনা পর্ষদ প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য মুখ্য কর্মসম্পাদন নির্দেশক (Key Performance Indicators-KPI) নির্ধারণ করবে এবং তা সময় সময় মূল্যায়ন করবে।

পরিচালনা পর্ষদ ব্যবসায়িক ও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে (Annual Report) অন্তর্ভুক্ত করবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও কৌশল সম্পর্কে পর্ষদের প্রস্তাব/সুপারিশ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করবে।

7. bxwZgvjv cYqb

e¨vs‡Ki cwiPvjbv cl` bxwZ wbaviYx welq¸‡jv m‡ev”P ¸iæZ¡ w`‡q AwaKvi‡qi AvIZvq Ges AviI‡bi (sic) e¨vsK cwiPvjbvi Rb¨ bxwZgvjv cYqb I Ab‡gv`b Kiv cwiPvjbv cl‡`i `vwqZ¡| cwiPvjbv cl` ewlK wfwË‡Z e¨emvwqK I Ab¨vb¨ j¶¨gvÎv wbavi‡Y Ki‡e Ges j¶¨gvÎv AR‡bi Kg-cwiKíbv cYqb Ki‡e| cwiPvjbv cl` msMVb e¨vs‡Ki wfkb, wgkb, gj¨‡eva wbavi‡Y I SzwK e¨e¯'vcbvmn wbgœewY©Z bxwZgvjvmgn cYqb Ki‡e t

wfkb (Vision), wgkb (Mission), gj¨‡eva (Values)
FY bxwZgvjv
Acv‡ikb g¨vbyqvj
wewb‡qvM bxwZgvjv
FY cbtZdwmj bxwZgvjv
m` gIKd bxwZgvjv
Ae‡jvcb bxwZgvjv
gvbe m¤ú` bxwZgvjv
- wb‡qvM
- c‡`vbwZ
- QzwU
- cwk¶Y
- PvKwi wewagvjv
- e`wj I c`vqb
- Aemi
- ci¯'i I ¯'xKwZ
- k•LjvRwbZ e¨e¯'v MnY

†URvix g¨vbyqvj
dvBb¨vÝ GÛ GKvDw›Us g¨vbyqvj
Af¨šÍixY wbqšY g¨vbyqvj
FY SzwK e¨e¯'vcbv bxwZgvjv
d‡ib G·‡PÄ SzwK e¨e¯'vcbv bxwZgvjv
m¤ú`-`vq SzwK e¨e¯'vcbv bxwZgvjv
gwb jÛvwis cwZ‡iva SzwK e¨e¯'vcbv bxwZgvjv
Af¨šÍixY wbqšY I cwicvjb SzwK e¨e¯'vcbv bxwZgvjv
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ SzwK e¨e¯'vcbv MvBWjvBb
EaŸZb wbevnx‡`i Kv‡Ri gvb cwigv‡ci gvb`Ê (KPI)
†hvM¨ DËivwaKvix M‡o †Zvjvi cwiKíbv (Succession Plan)
mvgvwRK `vqe×ZvgjK Kvh©µg (CSR) bxwZgvjv

৮. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৮.১ ব্যাংকের মুখ্য ঝুঁকি (Core Risks) ব্যবস্থাপনা [১৬]

ব্যাংকের প্রতিটি আর্থিক লেনদেনে ঝুঁকি রয়েছে। আর্থিক খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত ছয়টি মুখ্য ঝুঁকি (Core Risks) এলাকা চিহ্নিত করে এ সকল বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়নপূর্বক পরিপালনের নিমিত্তে ব্যাংকসমূহে প্রেরণ করেছে ঃ

ক. ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Credit Risk Management);

খ. বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Foreign Exchange Risk Management);

গ. সম্পদ-দায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Asset - Liability Risk Management);

ঘ. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Internal Control and Compliance Risk Management);

ঙ. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Money Laundering Prevention Risk Management);

চ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত গাইড লাইন (Guidelines on Information & Communication Technology) ।

সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে ঝুঁকি পরিমাপপূর্বক ঝুঁকি হ্রাসের পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে এ সকল গাইড লাইনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৮.২ ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন [১৭]

ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং

ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং (সিআরজি) হচ্ছে ঋণ ঝুঁকি পরিমাপের একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। সিআরজি-এর আওতায় আর্থিক ঝুঁকি, ব্যবসায়িক ঝুঁকি, ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি, জামানত ঝুঁকি ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ, মাইক্রোক্রেডিট, ভোগ্যপণ্য ঋণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ ব্যতীত ঋণের পরিমাণ নির্বিশেষ অন্যান্য সকল ঋণের ক্ষেত্রে সিআরজি করা আবশ্যক। গ্রেডগুলো হচ্ছে ঃ

সংখ্যা গ্রেডিং

১. উত্তম (Superior)

২. ভালো (Good)

---

[১৬] বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৭, তারিখ ৭ অক্টোবর ২০০৩

[১৭] বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৮, তারিখ ১১ ডিসেম্বর ২০০৫

৩. গ্রহণযোগ্য (Acceptable)

৪. প্রান্তিক (Marginal)/ নজরদারী তালিকা (Watch list)

৫. বিশেষ উল্লেখ (Special Mention)

৬. নিম্নমান (Sub-Standard)

৭. সন্দেহজনক (Doubtful) এবং

৮. মন্দ ও ক্ষতি (Bad & Loss)।

সিআরজি গ্রেডিং উত্তম, ভালো অথবা গ্রহণযোগ্য হলে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ঋণ প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে, গ্রেডিং নিম্নমান, সন্দেহজনক অথবা মন্দ ও ক্ষতি হলে ঋণ প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হবে না। গ্রেডিং প্রান্তিক/নজরদারী তালিকা অথবা বিশেষ উল্লেখ হলে প্রস্তাবটি বিবেচনার পূর্বে পুনঃপরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং ম্যানুয়াল প্রবর্তন করা হয়েছে। সিআরজির স্কোর এবং গ্রেডিং নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সংখ্যা	গ্রেডিং	স্কোর
১	উত্তম	১০০ শতাংশ নগদ জামানত/সরকারি অথবা আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি দ্বারা আবৃত
২	ভালো	৮৫ বা তদূর্ধ্ব
৩	গ্রহণযোগ্য	৭৫৷৮৪
৪	প্রান্তিক/নজরদারী তালিকা	৬৫৷৭৪
৫	বিশেষ উল্লেখ	৫৫৷৬৪
৬	নিম্নমান	৪৫৷৫৪
৭	সন্দেহজনক	৩৫৷৪৪
৮	মন্দ ও ক্ষতি	< ৩৫

৮.৩ ঋণ তথ্য ব্যুরো (সিআইবি)

ঋণ খেলাপীদের ঋণ সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১এর ২৭কক(৩) ধারায় বিধিনি ষেধ রয়েছে। ঋণ খেলাপীরা যাতে ঋণ সুবিধা না পায় অথবা ঋণ আবেদনকারী বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তার প্রয়োজন ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত ঋণ সুবিধা ভোগ করতে না পারে সে জন্য সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি ব্যাংককে নির্দিষ্ট ছকে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট করতে হয়। এক কোটি ও তদূর্ধ্ব টাকার ঋণ হিসাবের তথ্য মাসিক ভিত্তিতে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বের ঋণ হিসাবের তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিপোর্ট করতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, উপাত্ত ভাণ্ডারে সংরক্ষণ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরবরাহ করে থাকে।

ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নকালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে হালনাগাদ সিআইবি প্রতিবেদন সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। সিআইবি প্রতিবেদন অনুযায়ী আবেদনকারী ঋণ খেলাপী হলে প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যায় না। গৃহীত ঋণ নিম্নমান, সন্দেহজনক অথবা মন্দ/কু হিসেবে শ্রেণীকৃত হলে ঋণ আবেদনকারী খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত হবেন।

৯. ব্যাংকের পারফরমেন্স মূল্যায়ন

৯.১ ক্যামেলস্ (CAMELS) রেটিং

ব্যাংকের পারফরম্যান্স মূল্যায়নের নির্দেশক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যামেলস্ রেটিং (CAMELS Rating) করে। ক্যামেলস্ রেটিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ্সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট প্রতিটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সার্বিক চিত্র তৈরি করে। নিম্নোক্ত ছয়টি নির্দেশকের (Indicator) ভিত্তিতে রেটিং করা হয় ঃ

ক. মূলধন পর্যাপ্ততা (Capital Adequacy),

খ. সম্পদের মান (Asset Quality),

গ. ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Management Soundness),

ঘ. আয় ক্ষমতা ও লাভজনকতা (Earnings and Profitability),

ঙ. তারল্য (Liquidity) ও

চ. বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা (Sensitivity to Market risks)।

প্রত্যেক ব্যাংকের বিবরণী পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যামেলস্ রেটিং করে থাকে। উপরিউক্ত পারফরমেন্স নির্দেশকের সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পাঁচ ধরনের রেটিং নিরূপিত হয় ঃ

র‍্যাঙ্কিং রেটিং

১. সুদৃঢ় (Strong),

২. সন্তোষজনক (Satisfactory),

৩. মোটামুটি ভাল (Fair),

৪. প্রান্তিক (Marginal) ও

৫. অসন্তোষজনক (Unsatisfactory)।

বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে এ ক্যামেলস্ রেটিং প্রেরণ করে । ক্যামেলস্ রেটিং প্রাপ্তির পর ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তা পর্ষদে উপস্থাপন করবে। পর্ষদ ক্যামেলস্ রেটিং পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক্কনি র্দেশনা প্রদান করবে।

৯.২ আগাম সতর্ক ব্যবস্থা (Early Warning System-EWS)

ব্যাংকের পারফরমেন্স মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে ক্যামেলস্ রেটিং এর আওতায় কোনো একক নির্দেশক অতিমাত্রায় খারাপ হলে অথবা সামগ্রিক রেটিং ৩ বা এর নিচে নির্ণীত হলে সংশিষ্ট ব্যাংককে 'আগাম সতর্ক ব্যবস্থা' (EWS) এর আওতায় নিয়ে এসে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় নজরদারীর মাধ্যমে ব্যাংকের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা হয় ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়নে কোনো ব্যাংকের রেটিং **'প্রান্তিক'** অথবা **'অসন্তোষজনক'** হলে বা 'আগাম সতর্ক ব্যবস্থা' (EWS) এর আওতায় ব্যাংকের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করার পরও অব্যাহতভাবে ব্যাংকের পারফরমেন্স এর অবনতি ঘটতে থাকলে উক্ত ব্যাংককে 'প্রবলেম ব্যাংক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কিছু বিধিনি ষেধ আরোপ করে থাকে।

১০. মূলধন পর্যাপ্ততা

১০.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা

ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণের পন্থাপ দ্ধতি সংক্রান্ত গাইডলাইন বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলারের মাধ্যমে সময় সময় জারি করা হয়। ১১ আগস্ট ২০১১ তারিখের মধ্যে ব্যাংকের ন্যূনতম আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করতে হবে, যার মধ্যে আদায়কৃত মূলধন হবে অন্যূন ২০০ কোটি টাকা। [১৮]

ব্যাংকের মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশে ব্যাসেল১ [১৯] এর পাশাপাশি ব্যাসেল২ চু ক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়[২০]। ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে ব্যাসেল২ চু ক্তির আওতায় মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ধারণে ব্যাসেল২ [২১] অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমানে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে ১০ শতাংশ মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে, যার ৫ শতাংশ মুখ্য মূলধন (Core Capital) এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সম্পূরক মূলধন (Supplementary Capital) হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।

---

[১৮] বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ১১, তারিখ ১৪ আগস্ট ২০০৮

[১৯] ব্যাসেল-১ ঃ ১৯৭৪ সালে Bank for International Settlement (BIS) এর সহযোগিতায় ১০টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরগণকে নিয়ে সুইজারল্যান্ড-এর ব্যাসেল শহরে Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) গঠিত হয় যার সুপারিশ ব্যাসেল-১ নামে পরিচিত। অন্যান্য উন্নত দেশে এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৮ সালে এবং আমাদের দেশে শুরু হয় ১৯৯৬ সালে।

[২০] বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৪, তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭

[২১] বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৯, তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮

১০.২ ব্যাসেল-২

ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যাসেল-২ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানদণ্ড। উক্ত মানদণ্ডের আওতায় সম্পদের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন কাঠামো গড়ে তোলা হবে যাতে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মূলধন ভিত্তি মজবুত হয় এবং ফলশ্রুতিতে প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা সামাল দিতে সক্ষম হয়।

ব্যাসেল-২ চুক্তিতে আর্থিক খাতে নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নিম্নোক্ত তিনটি স্তম্ভের (Pillar) সুপারিশ করা হয় ঃ

১. সর্বনিম্ন আবশ্যকীয় মূলধন (Minimum Capital Requirements),
২. সুপারভাইজরী রিভিউ (Supervisory Review) ও
৩. বাজার শৃঙ্খলা (Market Discipline)।

সর্বনিম্ন আবশ্যকীয় মূলধন নিরূপণের ক্ষেত্রে ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি ও পরিচালন ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়।

১০.৩ মূলধন সংরক্ষণের বিষয়ে পর্ষদের করণীয়

মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের (ব্যাসেল-২) আলোকে প্রণীত বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন মোতাবেক ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণের বিষয়ে পর্ষদ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। এছাড়াও পর্ষদ আবশ্যকীয় মূলধন সংরক্ষণের বিষয়টি সময় সময় পরিবীক্ষণ করবে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

১১. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঋণ ঝুঁকি গ্রেডিং, সিআইবি, মূলধন পর্যাপ্ততা ও ব্যাংকের পারফরমেন্স মূল্যায়নের কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক

স্ব স্ব ব্যাংকে প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা টুলস্		
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা টুলস্ **মুখ্য ঝুঁকি**	**ঋণ বিশ্লেষণ টুলস্**	
	ঋণ ঝুঁকি গ্রেডিং (সিআরজি)	ঋণ তথ্য ব্যুরো (সিআইবি)
৬টি মুখ্য ঝুঁকি ১. ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ২. ফরেন এক্সচেঞ্জ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ৩. সম্পদ্রদায় ঝুঁকি ব ্যবস্থাপনা ৪. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ৫. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	**সিআরজিএর আওতায় র ্যাঙ্কিং** ১. উত্তম ২. ভালো ৩. গ্রহণযোগ্য ৪. প্রান্তিক/নজরদারী তালিকা ৫. বিশেষ উল্লেখ ৬. নিম্নমান ৭. সন্দেহজনক; এবং ৮. মন্দ ও ক্ষতি	• ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ট্র্যাক রেকর্ড • ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক তদারকির অফ্সাই ট টুলস্	
মূলধন পর্যাপ্ততা (ব্যাসেল্ল২) সাধারণ গাইডলাইনস্	ক্যামেলস্ রেটিং সুনির্দিষ্ট গাইডলাইনস্
৩ টি স্তম্ভ ১. সর্বনিম্ন আবশ্যকীয় মূলধন (ঋণ ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি ও বাজার ঝুঁকির ভিত্তিতে আবশ্যকীয় মূলধন নিরূপণ) ২. তদারকি পরিবীক্ষণ (ব্যাংকের ঝুঁকি নিরূপণ ও মুখ্য মূলধনের অতিরিক্ত আবশ্যকীয় মূলধন তদারককারী কর্তৃক নিরূপণের ব্যবস্থা) ৩. বাজার শৃঙ্খলা (ব্যাংকের ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ)	**৬ টি নির্দেশক** ১. মূলধন পর্যাপ্ততা ২. সম্পদের মান ৩. ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ৪. আয় ও লাভজনকতা ৫. তারল্য ৬. বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা **র‍্যাঙ্কিং** ১. শক্তিশালী ২. সন্তোষজনক ৩. মোটামুটি ভালো ৪. প্রান্তিক ৫. অসন্তোষজনক

১২. ঋণ মঞ্জুরি

প্রচলিত আইন্নকানুন ও বিধিবিধা নের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন, মঞ্জুরি, বিতরণ, আদায়, পুনঃতফসিল ও অবলোপনের নীতিমালা ও কৌশল পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে। পরিচালনা পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন করবে এবং তা পরিপালনের বিষয়টি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে।

১২.১ ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা

পরিচালনা পর্ষদ ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য নির্বাহী/কর্মকর্তাদের মধ্যে, যত বেশি সম্ভব, অর্পণ করবে। নির্বাহী/কর্মকর্তাবৃন্দ অর্পিত ক্ষমতা যথাযথভাবে সততা এবং সুবিবেচনার সঙ্গে প্রয়োগ করবেন। পরিচালনা পর্ষদ প্রধান নির্বাহীর উপর অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত যে কোনো পরিমাণ ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মঞ্জুর/নবায়ন করবে।

১২.২ ঋণ ও অগ্রিম্লব ্যবসায়িক ঋণ

ব্যবসায়িক ঋণ মঞ্জুর, ঋণ সীমা বর্ধিতকরণ ও নবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে তা নিম্নরূপ ঃ

১. নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্টক) টপশীটসহ পর্ষদ স্মারক উপস্থাপিত হয়েছে কিনা।
২. ব্যবসা শুরুর বছর।
৩. শাখায় গ্রাহকের হিসাব খোলার তারিখ।
৪. গ্রাহকের হিসাবে লেন্ন দেন।
৫. অন্য ব্যাংকের অর্থায়নে স্থাপিত প্রকল্পে ঋণ দিতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র।
৬. হাল নাগাদ তারিখসহ অনুকূল সিআইবি প্রতিবেদন।
৭. ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং (CRG) এবং তা হালনাগাদ নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা।
৮. প্রতিটি প্রস্তাবে শাখা, তদারককারী কার্যালয় (যদি থাকে) ও প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আছে কিনা।
৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্রেডিট কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ আছে কিনা।
১০. মজুত মালামালের পরিদর্শন রিপোর্ট।

১২.৩ চলতি মূলধন সংক্রান্ত সিসি (প্লেজ/হাইপথিকেশন) ঋণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে নজর দেওয়া আবশ্যক ঃ

পরিচালনা পর্ষদের নিকট উপস্থাপিত ব্যবসায়িক পর্ষদ স্মারক পর্যালোচনাকালে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রস্তাবে অনেক তথ্য ঘাটতি থাকায় ঋণের প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হয় না। ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অজ্ঞতার কারণেও এটা করা হয়ে থাকতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করে প্রস্তাব পুনঃউপস্থাপনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

ঋণ প্রস্তাব সংক্রান্ত পর্ষদ স্মারকে সঠিক তথ্য সন্নিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, মজুদ মালের মূল্য, মার্জিনের হার ও পরিমাণ, ড্রয়িং পাওয়ার (ডিপি) এবং ড্রয়িং পাওয়ার অতিরিক্ত দায় ছক আকারে সন্নিবেশ করা আবশ্যক। মজুদ মালের বিপরীতে প্রদত্ত সকল প্রকার ঋণ প্রস্তাবের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য ছাড়াও উপরিউক্ত তথ্য নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী সংগ্রহ করা যেতে পারে ঃ

সিসি (প্লেজ/হাইপো)

মঞ্জুরিকৃত লিমিটের বিবরণ					মজুদ মালের ড্রয়িং পাওয়ার ও দায়			ঘাটতির বিবরণ, যদি থাকে		সহজামানতের বিবরণ (বর্তমান মূল্য)
লিমিটের ধরন	পরিমাণ	মার্জিন	মঞ্জুরির তারিখ	মেয়াদ	মজুদ মালের মূল্য	ড্রয়িং পাওয়ার[২২]	দায়ের পরিমাণ	সীমাতিরিক্ত দায়	ডিপির অতিরিক্ত দায়	

১২.৪ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ

ঋণ শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা ও ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ শ্রেণীবিন্যাস, সুদ স্থগিতকরণ ও সম্ভাব্য মন্দ ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের জন্য ১৯৮৯ সালে নতুন পদ্ধতি চালু করে। ঋণ শ্রেণীবিন্যাস নীতিমালা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতিমালা সংশোধন করা হয়। বর্তমান নীতিমালা[২৩] অনুযায়ী ঋণকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে **চলমান ঋণ, তলবী ঋণ, মেয়াদী ঋণ, স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ ও মাইক্রো-ক্রেডিট**। বস্তুগত (Objective) ও গুণগত (Qualitative) ভিত্তিতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। অশ্রেণীকৃত (Unclassified), বিশেষ উল্লেখ হিসাব (Special Mention Account), নিম্নমান (Sub-Standard), সন্দেহজনক (Doubtful), ও মন্দ/ক্ষতিজনক (Bad/Loss)এই পাঁচটি ভা গে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

বিরূপভাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে সুদ স্থগিত রাখা হয়। বিশেষ উল্লেখ হিসাব (SMA), নিম্নমান (SS) ও সন্দেহজনক (DF) ঋণ হিসাবে সুদ আরোপ করে আয় খাতের পরিবর্তে স্থগিত সুদ হিসাবে জমা রাখা হয়। ঋণ নিয়মিত/আদায় হলেই কেবলমাত্র স্থগিত সুদ হিসাব ডেবিট করে সুদ আয় খাতে নেয়া হয়। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়।

ঋণ খেলাপীকে কোনো ঋণ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাংক্ক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এ বিধি্ন নিষেধ বিদ্যমান আছে।[২৪] খেলাপী ঋণ হিসাব নবায়ন ও বর্ধিতকরণের ব্যাপারেও বিধি্ননি ষেধ রয়েছে। ঋণ প্রস্তাব নিষ্পত্তিকালে পরিচালকগণকে এ সকল বিষয়ে নজর দিতে হবে।

[২২] ড্রইং পাওয়ার (ডিপি) = প্লেজ/হাইপথিকেশনকৃত মালামালের বাজার মূল্য বাদ (-) লিমি টের শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মার্জিন

[২৩] বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৫, তারিখ ০৫ জুন ২০০৬

[২৪] ব্যাংক্ক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা নং ২৭কক(৩)

১২.৫ ঋণ অবলোপনের নীতিমালা [২৫]

কোনো ঋণ মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হলে এবং ১০০% সংস্থান সংরক্ষণ করা ঋণ আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করার পর উক্ত ঋণ অবলোপন করার নির্দেশনা রয়েছে।

১২.৬ অগ্রাধিকার খাতে (Priority Sector) ঋণ প্রদান

সরকারের ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত খাতসমূহে বাজেট অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের অগ্রগতি পর্ষদ সময় সময় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

১২.৭ একক ঋণ গ্রহীতাকে প্রদেয় সর্বোচ্চ ঋণ সীমা [২৬]

একক ঋণ গ্রহীতাকে প্রদেয় মোট ঋণের সর্বোচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure limit) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী একক ব্যক্তি, উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অথবা গ্রুপকে ব্যাংকের মোট মূলধনের ৩৫ শতাংশের অধিক ঋণ প্রদান করা যায় না। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ (Funded) ঋণ সুবিধা হবে ব্যাংকের মোট মূলধনের সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ। রপ্তানি খাতের ক্ষেত্রে একক ঋণ গ্রহীতাকে প্রদেয় মোট ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ব্যাংকের মোট মূলধনের ৫০ শতাংশ। এ ক্ষেত্রেও ফান্ডেড সুবিধা হবে মোট মূলধনের সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ।

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক একক ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর করার সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরিউক্ত বিধি-নিষেধ বিবেচনায় আনতে হবে। এছাড়াও ঋণ মঞ্জুরি অথবা ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে কোনো সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়ে থাকলে তাও বিবেচনায় আনতে হবে।

১২.৮ নির্দিষ্ট সময়ান্তে অর্পিত ক্ষমতা পর্যালোচনা

পরিচালনা পর্ষদ বছরে অন্তত একবার অর্পিত মঞ্জুরি ক্ষমতা পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করবে।

১৩. পর্ষদের জন্য স্মারক প্রস্তুতকরণ

১৩.১ বিষয়-ভিত্তিক পর্ষদ স্মারকের ধরন

বিভিন্ন ব্যাংকের পর্ষদ স্মারক (Board Memo) ও সিদ্ধান্ত পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, কোনো কোনো ব্যাংকে বিষয় ভিত্তিক পর্ষদ স্মারক উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। পর্ষদ কর্তৃক

[২৫] বিআরপিডি সার্কুলার নং ২, তারিখ ১৩ জানুয়ারি ২০০৩

[২৬] বিআরপিডি সার্কুলার নং ৫ ও ২, তারিখ যথাক্রমে ৯ এপ্রিল ২০০৫ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

সম্পাদিত নিজস্ব কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ান্তে মূল্যায়নের জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। স্ব স্ব ব্যাংক নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় ভিত্তিক পর্ষদ স্মারক প্রবর্তন করতে পারে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে নির্দিষ্ট সময়ান্তে পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, বাধ্যতামূলক কোনো বিষয়ের উপর পর্ষদ স্মারক উপস্থাপন করা বাদ পড়েছে কিনা। বিষয় ভিত্তিক পর্ষদ স্মারকের নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(ক) কৌশলগত পরিকল্পনা ।

(খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ।

(গ) ব্যবসায়িক ঋণ- সিসি (প্লেজ/হাইপো), প্রকল্প ঋণ, কনসোর্টিয়াম ঋণ, আমদানি ঋণ, রপ্তানি ঋণ, কৃষি/পল্লী ও ক্ষুদ্র ঋণ।

(ঘ) মানব সম্পদ - নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলা, আপীল, প্রশিক্ষণ, কল্যাণ, সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম (সিএসআর)।

(ঙ) ঋণ পুনঃতফসিল, সুদ মওকুফ, ঋণ অবলোপন, মামলা দায়ের ও দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতি পর্যালোচনা।

(চ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন - সম্পদ্রদায়, মানি ল ন্ডারিং প্রতিরোধ, ক্রয়/সংগ্রহ, বাজেট, ব্যবসা উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি, বিবিধ।

১৩.২ স্মারকে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবশ্যকীয় মৌলিক বিষয়

পরিচালনা পর্ষদ সমীপে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিতব্য স্মারকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ থাকতে হবে। পর্ষদে পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে এ ধর নের মন্তব্য পরিহার করা শ্রেয়।

কোনো বিষয়ে সুপারিশ করার পূর্বে এ মর্মে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যে, প্রাসঙ্গিক নীতিমালা এবং প্রচলিত বিধিবিধান মোতাবেক প্রস্তাবটি করা হয়েছে। এর কোনো ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তাও স্মারকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১৩.৩ পর্ষদে স্মারক উপস্থাপনের পর্যায়ভিত্তিক সময়সীমা (টপশীট)

ব্যাংকের জন্য মানসম্মত গ্রাহক সেবা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যথাসময়ে মানসম্মত সেবা প্রদানে ব্যর্থতার কারণে ব্যাংক ও গ্রাহকগণ সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জনসংযোগ, অভিযোগ বাক্স প্রবর্তন, তদারকি ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও সেবার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত হয়নি।

দ্রুত কার্য সম্পাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত দানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক প্রতি স্তরের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে কার্য

সম্পাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত সময় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক ব্যয়িত সময় সম্বলিত টপশীটসহ (সংযুক্তি৪) পর্ষদে স্মারক উপস্থাপন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বিদ্যমান সুযোগ্ন সুবিধা পর্যালোচনা করে বিভিন্ন স্তরের জন্য কার্য সম্পাদনের সময়সীমার তালিকা প্রস্তুত করবে। টপশীট তৈরির কাজে ব্যবহার করার জন্য কার্য সম্পাদনের সময়সীমা সম্পর্কিত নমুনা ছক এতদ্সঙ্গে যুক্ত করা হলো (সংযুক্তি৫)। স্ব স্ব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নিজস্ব প্রয়োজনের ভিত্তিতে সময়সীমা নির্ধারণ করবে।

১৪. পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ [২৭]

বাংলাদেশ ব্যাংক সকল দেশীয় তফসিল ব্যাংককে এই মর্মে নির্দেশ দান করেছে যে, প্রতিমাসে স্ব স্ব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির যে কয়টি সভা অনুষ্ঠিত হবে তার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ্সাইট সুপারভিশন এ দাখিল কর তে হবে।

১৫. পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

১৫.১ পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাপকাঠি

পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে পরিপালিত হয়েছে মর্মে পরিচালনা পর্ষদের নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ার সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি বিদ্যমান নেই। এর ফলে বিভিন্ন ব্যাংকে ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিবেচিত হয়ে থাকে। এমনকি একই ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিবেচনা করে থাকে। এমতাবস্থায়, পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্নতা দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি নমুনা মাপকাঠি (Criteria) সংযুক্তি৬ এ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংকের পর্ষদ এ ব্যাপারে তাদের মাপকাঠি নির্ধারণ করতে পারে।

১৫.২ পর্ষদে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিল

পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে ক্কিনা তা পরিবী ক্ষনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ব্যাংকসমূহে থাকা প্রয়োজন। পরিচালনা পর্ষদে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ছক মোতাবেক (সংযুক্তি৭) মাসিক ভি ত্তিতে পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে উপরিউক্ত মাপকাঠি নিরূপিত হবে।

---

[২৭] ডি ও এস সার্কুলার লেটার নং ১৬, তারিখ ২৯ নভেম্বর, ২০০৩

১৬. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (Internal Control)

১৬.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকনির্দেশনা

ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত হওয়ার প্রেক্ষিতে ব্যাংকিং ব্যবসা দিন দিন জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন সংক্রান্ত গাইডলাইন্সএ ব ্যাংকে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদের করণীয় বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল নির্দেশনা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(ক) মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Core Risks Management) সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে পরিচালনা পর্ষদ তত্ত্বাবধান করবে।

(খ) ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার নিমিত্তে পরিচালনা পর্ষদ নির্দিষ্ট সময়ান্তে সভা করবে। উক্ত সভায় নিরীক্ষক ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টিম কর্তৃক সুপারিশসমূহের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেম র্মে নিশ্চিত হতে হবে।

(গ) ব্যাংক ব্যবস্থাপনার হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরীক্ষা প্রতিবেদন সরাসরি পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করতে হবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

(ঘ) পরিপালন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ উন্নত নৈতিক মান প্রতিষ্ঠা করবে।

(ঙ) পরিচালনা পর্ষদ সর্বস্তরের কর্মকর্তা্কর্মচারীদের জন্য Code of Ethics প্রণয়ন করবে, যাতে সকল কর্মকর্তা্কর্মচারী স্বাক্ষর করবেন এবং যথাযথভাবে পরিপালন করবেন।

(চ) ব্যবস্থাপনা কমিটি (MANCOM) বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করবে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নীত্মিপ দ্ধতি ও পরিপালন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র বাৎসরিক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করবে।

(ছ) ঋণের দলিলাদি সম্পাদনে যে সকল অনিয়ম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার প্রকৃতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টিম পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করবে।

(জ) এক কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্যাংকের কোনো প্রকার ক্ষতি হলে তা সরাসরি পরিচালনা পর্ষদে রিপোর্ট করতে হবে।

(ঝ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টিম ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার উপর বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং তা পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপনের নিমিত্ত পর্ষদের অডিট কমিটির নিকট দাখিল করবে।

(ঞ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান, বছরের শুরুতে বাৎসরিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং পর্ষদের অডিট কমিটির সম্মতিক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তা অনুমোদন করবেন।

(ট) বৎসরান্তে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপসমূহ পর্ষদের অডিট কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

(ঠ) কোনো ব্যাংক কোম্পানীর ব্যালেন্সশীট, লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং আর্থিক প্রতিবেদনে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং এর পরিচালকের সংখ্যা তিন জনের বেশি হলে, অন্যূন তিন জন পরিচালক এবং তিন জন হলে সকল পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে (ব্যাংক কোম্পানী আইনের ৩৮ (২) ধারা)।

(ড) বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখ্য ঝুঁকি (Core Risks) ব্যবস্থাপনার আওতার যে সকল বিষয়াদি পরিচালনা পর্ষদ তত্ত্বাবধান করবে এবং/অথবা পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করতে হবে, তার তালিকা প্রণয়নপূর্বক পরিচালকদের নিকট সরবরাহ করতে হবে। তালিকা মোতাবেক এ সকল বিষয়াদি পর্ষদ পরিবীক্ষণ করবে।

১৬.২ নির্দিষ্ট সময়ান্তে (Periodic) পর্যালোচনা

পরিচালনা পর্ষদ নিম্নোক্ত বিষয়াদি সময়সীমা ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করে সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবে ঃ

মাসিক পর্যালোচনা

(ক) তহবিল ব্যবস্থাপনা।

(খ) সংবিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণের বিষয়ে ব্যাংকের অবস্থান।

(গ) আয়-ব্যয়ের বিবরণী।

(ঘ) আমানত ও ঋণ-অগ্রিমের তুলনামূলক অবস্থা।

(ঙ) অর্পিত ক্ষমতাবলে মঞ্জুরিকৃত ঋণ প্রস্তাব।

(চ) আলোচ্য মাসে উদ্‌ঘাটিত (যদি থাকে) গুরুতর অনিয়ম, প্রতারণা ও আত্মসাৎ ঘটনার উপর প্রতিবেদন।

(ছ) ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র।

ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা

(ক) সার্বিক আমানত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন।

(খ) বৃহৎ ঋণের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ পর্যালোচনা করা।

(গ) শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ পর্যালোচনা।

(ঘ) ঋণ আদায় পরিস্থিতি এবং খেলাপীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা।

(ঙ) আন্তঃশাখা লেনদেন সমন্বয় এবং শাখার হাউস কিপিং।

(চ) বড় ধরনের প্রতারণাজালিয়াতি ও গুরুতর অনিয়মের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা।

(ছ) একক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ঋণদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকনির্দেশনা পরিপালন।

(জ) বাৎসরিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা।

(ঝ) পরিচালক এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও আত্মীয়কে প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপালন।

(ঞ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং পরিপালন প্রতিবেদন।

অর্ধবার্ষিক পর্যালোচনা

(ক) মূলধনী বাজেটের বিপরীতে মূলধনী ব্যয়;

(খ) ঋণ আমানত অনুপাত;

(গ) কনকারেন্ট অডিট রিপোর্টের ওপর গৃহীত ব্যবস্থা;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বহিঃনিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা;

(ঙ) অগ্রাধিকার খাতে ও দুর্বল খাতে প্রদত্ত ঋণ;

(চ) আমানত সংগ্রহ;

(ছ) মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসা;

(জ) অডিট কমিটি/ভিজিল্যান্স কমিটির সুপারিশের উপর গৃহীত পদক্ষেপ;

(ঝ) গ্রাহক সেবার মান;

(ঞ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা;

(ট) অর্ধ বার্ষিক ব্যবসায়িক ফলাফল ও শাখার আয়ব্যয় পরিবীক্ষণ;

(ঠ) বাংলাদেশ ব্যাংকের CAMELS প্রতিবেদন পর্যালোচনা ।

বাৎসরিক পর্যালোচনা

(ক) বাৎসরিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা;

(খ) মন্দ ঋণ, যা অবলোপনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে;

(গ) জাল্লজালিয়াতির উপর প্রতিবেদন এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি;

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য ও ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যবসা;

(ঙ) সারা বছরে প্রদত্ত অনুদান;

(চ) ব্যাংকের স্থিতিপত্র ও লাভ্র ক্ষতি হিসাব;

(ছ) লোকসানি শাখা;

(জ) যে সকল ব্যয় খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে;

(ঝ) আয় হিসাবায়ন, ঋণ শ্রেণীবিন্যাস এবং নন্নপারফর্মিং সম্পদের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের উপর বিশদ টীকা;

(ঞ) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ;

(ট) কম্পিউটারাইজেশনের অগ্রগতি;

(ঠ) শাখা সম্প্রসারণ/শাখা খোলার লাইসেন্স;

(ড) সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন;

(ঢ) সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম (CSR)।

১৭. পরিচালকগণের নিকট ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধান

ব্যাংক পরিচালকগণকে যে সকল আইনকানুন ও বিধিবিধান সরবরাহ করবে তার তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(ক) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১;

(খ) উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানসমূহ;

(গ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আইন/আদেশ;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের সংঘস্মারক (Memorandum of Association) ও সংঘ বিধি (Articles of Association)

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২;

(চ) বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭;

(ছ) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯;

(জ) নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮১;

(ঝ) অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩;

(ঞ) ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০;

(ট) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা তথা ঋণ প্রদান, আদায়, অডিট ও পরিদর্শন সংক্রান্ত বিভিন্ন ম্যানুয়াল;

(ঠ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিগত তিন বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন;

(ড) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যালেন্স শীট;

(ঢ) বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত অন্যান্য আদেশ/সার্কুলার;

(ণ) মানব সম্পদ নীতিমালা;

(ত) কর্মচারী চাকুরি বিধিমালা;

(থ) অর্পিত ক্ষমতা (প্রশাসনিক, আর্থিক ও ব্যবসায়িক);

(দ) ঋণ নীতিমালা;

(ধ) বিনিয়োগ নীতিমালা;

(ন) ঋণ পুনঃতফসিল নীতিমালা;

(প) সুদ মওকুফ নীতিমালা;

(ফ) অবলোপন নীতিমালা;
(ব) অপারেশন ম্যানুয়াল;
(ভ) ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টিং ম্যানুয়াল;
(ম) ট্রেজারী ম্যানুয়াল;
(য) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়াল;
(র) আইসিটি ম্যানুয়াল;
(ল) বাংলাদেশ ব্যাংক গাইডলাইন্স

- ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা,
- ফরেন এক্সচেঞ্জ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা,
- সম্পদ্নদায় ঝুঁকি ব ্যবস্থাপনা,
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা,
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা,
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।

(শ) সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম (CSR) নীতিমালা।

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পরিচালকদের নিকট এ সকল আইন ও বিধিবিধানসমূহ (হালনাগা দ সংশোধনীসহ) সরবরাহ করবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পর্ষদের সভায় এ সকল বিধিবিধা নের বিশেষ বিশেষ দিকসমূহ উপস্থাপন করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

১৮. সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম (CSR) পরিপালন

সামাজিক দায়বদ্ধতার (CSR) উপর গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ্লসাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সার্কুলার[২৮] জারি করা হয়েছে। সার্কুলারে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি প্রণয়ন করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে এনজিও এবং সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ্নআ য়োজনে অনুদান প্রদান সিএসআর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ব্যাংকের বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে CSR কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোর রেটিং করার সময় CSR পরিপালনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলোকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ CSR কার্যক্রমে বিনিয়োগের নীতিমালা অনুমোদন করবে এবং এ সংক্রান্ত বার্ষিক বাজেট অনুমোদনপূর্বক CSR কার্যক্রম পরিপালনের বিষয়টি সময় সময় পরিবীক্ষণ করবে।

[২৮] ডিওএস সার্কুলার নং ০১, তারিখ ০১ জুন ২০০৮

সংযুক্তি

সংযুক্তির তালিকা

সংযুক্তি নং	বিবরণ	সূত্র
সংযুক্তি১	*পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সম্মতিপত্র*	**অনুচ্ছেদ নং ৫.১**
সংযুক্তি২	*পরিচালকের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র*	**অনুচ্ছেদ নং ৫.২**
সংযুক্তি৩	*পরিচালক কর্তৃক গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র*	**অনুচ্ছেদ নং ৫.৩**
সংযুক্তি৪	*পর্ষদ স্মারকের টপশীট (ঋণ সংক্রান্ত)*	**অনুচ্ছেদ নং ১৩.৩**
সংযুক্তি৫	*পর্ষদ স্মারকে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদন/নিষ্পত্তির সময়সীমা*	**অনুচ্ছেদ নং ১৩.৩**
সংযুক্তি৬	*পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়ার মাপকাঠি*	**অনুচ্ছেদ নং ১৫.১**
সংযুক্তি৭	*পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন*	**অনুচ্ছেদ নং ১৫.২**
সংযুক্তি৮	*বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের তালিকা*	

সংযুক্তি-১

পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সম্মতিপত্র

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর ৯৩ ধারা অনুযায়ী আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমাকে ---------- ---------- ব্যাংক লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলে আমি এ দায়িত্ব পালনে সম্মত আছি।

তারিখ ঃ

স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

cwiPvj‡Ki †hvM¨Zv I Dch³Zv msµvš— †NvlYvcÎ

evsjv‡`k e¨vsK KZK b‡f¤i 05, 2007 Zwi‡L RwiKZ weAviwcwW mvKjvi bs-11 G e¨vsK-‡Kv¤úvbxi cwiPvjK c‡` wbhw³i †¶‡Î †hvM¨Zv I Dch³Zvi †h bxwZgvjv †NvlYv Kiv nBqv‡Q, D³ bxwZgvjv Ges e¨vsK-‡Kv¤úvbx AvBb, 1991-Gi weavb Abhvqx Awg e¨vsK-‡Kv¤úvbxi cwiPvjK wnmv‡e wbh³ nlqvi †hvM¨| Awg Avil †NvlYv Kwi‡ZwQ †h--

K) Awg †Kv‡bv Av`vjZ KZK †dŠR`vix Aciv‡a `wÊZ nB bvB wKsev †Kvb Rvj-Rwjqw Z, Aw_K Aciva ev Ab¨wea A‰ea KgKv‡Êi mwnZ RwoZ wQjvg bv ev RwoZ bwn;

L) †Kv‡bv †`lqvbx ev †dŠR`vix gvgjvq Avgvi m¤ú‡K Av`vj‡Zi iv‡q †Kv‡bv wei¡c ch‡e¶Y/gše¨ bvB;

M) Awg KLbI Aw_K LvZ mswkó †Kv‡bv wbqvgK ms¯vi wewagvjv, cweavb ev wbqvgvPvi jsNbRwbZ Kvi‡Y `wÊZ nB bvB;

N) Awg Ggb †Kv‡bv †Kv¤úvbx/cwZôv‡bi mwnZ h³ wQjvg bv, hvnvi wbeÜb/jvB‡mÝ ewZj Kiv ev cwZôvbwU Aemwqz nBqv‡Q;

O) Avgvi wb‡Ri wKsev ¯v_mswkó cwZôv‡bi bv‡g †Kv‡bv e¨vsK ev Aw_K cwZôv‡bi mwnZ †Kv‡bv †Ljvcx FY bvB;

P) Awg KLbI †Kv‡bv Av`vjZ KZK †`Dwjqv †NwlZ nB bvB|

Q) Awg Ab¨ †Kv‡bv e¨vsKÑ‡Kv¤úvbxi cwiPvjK bwn|

Zwi L t ¯v¶i t

bvg t

cwZ¯v¶i t

†Pqvig¨vb
cwiPvjbv cl`
---------- e¨vsK wjwg‡UW

Zwi L t

সংযুক্তি-৩

গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র

---------- ব্যাংক লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে নিযুক্তির প্রেক্ষিতে আমি এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আমার বিবেচনার্থে উপস্থাপিত কোনো বিষয় অথবা পরিচালক হিসেবে আমার গোচরীভূত কোনো বিষয় আমি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করবো না। তবে আমার দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক হলে অথবা প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী বাধ্য হলে অথবা পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেই কেবলমাত্র আমি তা প্রকাশ করবো।

---------- ব্যাংক লিমিটেড

তারিখ ঃ

স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

সংযুক্তি৪

ঋণ সংক্রান্ত পর্ষদ স্মারকের টপশীট

ক. শাখার নাম ঃ
খ. আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
গ. প্রস্তাবিত ঋণের প্রকৃতি/ধরন ঃ
ঘ. প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ ঃ
ঙ. ঋণ প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ঃ

প্রস্তাব নিষ্পত্তিতে ব্যয়িত সময়ের বিবরণী

ক্রমিক নং	কার্যসম্পাদনের স্তর	প্রাপ্তির তারিখ	অনুমোদিত সময়	ব্যয়িত সময়	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম ও অনুস্বাক্ষর
১.	শাখা				
২.	আঞ্চলিক কার্যালয়				
৩.	**প্রধান কার্যালয় ঃ** ক) সংশ্লিষ্ট বিভাগ				
	খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নপূর্বক সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রদান				
	গ) ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কমিটির (যদি থাকে) মূল্যায়ন ও সুপারিশ				
	ঘ) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সিদ্ধান্ত অনুমোদন প্রদান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ				
	ঙ) বোর্ড ডিভিশন কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন/ সিদ্ধান্ত প্রদান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ				

অন্যান্য তথ্যাবলী

লিমিটের ধরন ও পরিমাণ, সিআইবি, ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং (সিআরজি), মার্জিন, মঞ্জুরির তারিখ, মেয়াদকাল, প্রাথমিক জামানত ও সহজামানতের অবস্থা, মজুদ মালের মূল্য, সহজামানতের মূল্য, ডিপি, দায়ের পরিমাণ, সীমাতিরিক্ত দায়, ডিপি'র অতিরিক্ত দায়, শ্রেণীবিন্যাসের ধরন, মজুদ মালামাল পরিদর্শনের তারিখ ও প্রাপ্ত তথ্য, মালামালের ঘাটতি (যদি থাকে), বীমা ঝুঁকির মেয়াদ ও পরিমাণ, এফআইআর, মামলা দায়ের ও তদারকি প্রভৃতি তথ্য ছকে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রস্তাব সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত আপত্তি (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে ঃ

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক
খ. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা
গ. বহিঃ নিরীক্ষা
ঘ. সরকারি বাণিজ্যিক অডিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

সংযুক্তি-৫

পর্ষদ স্মারকে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদন/নিষ্পত্তির সময়সীমা

(ঋণ সীমা মঞ্জুর, নবায়ন, বর্ধিতকরণ, ঋণ পুনঃতফসিল, অবলোপন ইত্যাদি সংক্রান্ত)

ক্রঃ নং	প্রস্তাবের ধরন	প্রতি স্তরের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সময়সীমা (কার্য দিবস)			সর্বোচ্চ স্তরে অনুমোদন পর্যন্ত মোট সর্বোচ্চ সময় (কার্য দিবস)
		শাখা	আঞ্চলিক কার্যালয় (যদি থাকে)	প্রধান কার্যালয়	সময়
১	২	৩	৪	৫	৬ (৩+৪+৫)
১.	**ঋণ মঞ্জুরি (নতুন)**				
	ক. যে কোন চলমান ঋণ/তলবী ঋণ/স্বল্পমেয়াদী ঋণ (ফোর্সড ঋণ বাদে)				
	খ. প্যাকেজ ঋণ				
	গ. শিল্প প্রকল্প ঋণ				
	ঘ. শিল্প প্রকল্প ঋণবাদে অন্যান্য মেয়াদী ঋণ				
	ঙ. কনসোর্টিয়াম ঋণ				
	চ. স্থানীয় ও বৈদেশিক ঋণপত্র (ব্যাক-টু-ব্যাকসহ)				
	ছ. স্থানীয় ব্যাংক গ্যারান্টি				
	জ. বৈদেশিক ব্যাংক গ্যারান্টি (শিপিং গ্যারান্টিসহ)				
	ঝ. ফোর্সড ঋণ				
২.	**ঋণ নবায়ন**				
	ক. একক ঋণ				
	খ. প্যাকেজ ঋণ				
৩.	**ঋণসীমা বৃদ্ধি**				
	ক. একক ঋণ				
	খ. প্যাকেজ ঋণ				
৪.	**সুদ মওকুফ**				
	ক. একক ঋণ				
	খ. প্যাকেজ ঋণ				
৫.	**ঋণ অবলোপন**				
	ক. একক ঋণ				
	খ. প্যাকেজ ঋণ				
৬.	**ঋণ পুনঃ তফসিল**				
	ক. একক ঋণ				
	খ. প্যাকেজ ঋণ				
৭.	**ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পরিবর্তন ও শেয়ার হস্তান্তরের অনুমোদন**				
৮.	**ঋণের জামানত পরিবর্তন, অন্য শাখায় ঋণ স্থানান্তর**				
৯.	**মামলা দায়ের (তামাদি হওয়ার পূর্বে) ঃ**				
	ক. ঋণ খেলাপী				
	খ. জাল-জালিয়াতি				
	গ. বিবিধ				

চলমান পাতা-২

১০.	**মামলা প্রত্যাহার/স্থগিত**				
১১.	**আইনজীবীদের প্যানেল ও ফী তফসিল অনুমোদন**				
১২.	**বন্ধকী মালামাল/ সম্পত্তি বিক্রয় ঃ**				
	ক. প্লেজ/লিমের মালামাল বিক্রয়				
	খ. বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়				
১৩.	**বিবিধ ব্যয় অনুমোদন**				
১৪.	**সেবা/মালামাল সংগ্রহ (Procurement)**				
১৫.	**পুরনো যানবাহন, আসবাবপত্র ইত্যাদি বিক্রি/অবলোপন**				
১৬.	**মানব সম্পদ**				
	ক. নিয়োগ (দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগসহ)				
	খ. পদোন্নতি				
	গ. পদত্যাগ				
	ঘ. অন্য প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে প্রেরণ				
	ঙ. পেনশন/আনুতোষিক প্রদান				
১৭.	**চিকিৎসা উপদেষ্টা নিয়োগ ও তাদের সম্মানী**				
১৮.	**ব্যাংকের পক্ষে বিভিন্ন ডকুমেন্ট/চুক্তি ইত্যাদি স্বাক্ষরের জন্য আমমোক্তারনামা প্রদানের অনুমোদন**				
১৯.	**শৃঙ্খলা/আপীল বিষয়ক**				
	ক. শৃঙ্খলা				
	খ. আপীল				
২০.	**নিরীক্ষা ও পরিদর্শন (পরিপালন প্রতিবেদন দাখিল)**	নির্দেশানুযায়ী			
২১.	**নীতিমালা (Policy Guidelines)**				
	ক. আইন/রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক নির্দেশিত	নির্দেশানুযায়ী			
	খ. ব্যাংকের স্ব উদ্যোগে প্রণীত (নতুন নীতিমালা)				
	গ. বিদ্যমান কোন নীতিমালার সংশোধন				
২২.	ক. কর্মকর্তাদের অর্পিত ক্ষমতা তফসিল অনুমোদন (নতুন)				
	খ. বিদ্যমান ক্ষমতা তফসিলের সংশোধন				
২৩.	**ব্যবসা পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন/সংশোধন**				
২৪.	**বার্ষিক/অর্ধবার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন অনুমোদন**				
২৫.	**শাখা খোলা/স্থানান্তর/একীভূতকরণ/বন্ধকরণ/নাম পরিবর্তন**				
২৬.	**নতুন ভবন/ফ্লোর/স্পেস, গাড়ি ইত্যাদি ভাড়া, ভাড়া চুক্তি নবায়ন**				
২৭.	**প্রচলিত আইন/বিধি-বিধান/রেগুলেটরী অথরিটির নির্দেশ মোতাবেক পর্ষদ/পর্ষদীয় কমিটিতে উপস্থাপনযোগ্য অন্য যে কোনো প্রস্তাব/স্মারক**	নির্দেশানুযায়ী			
২৮.	**পর্ষদ/পর্ষদীয় কমিটি/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো প্রস্তাব/স্মারক**				

সংযুক্তি ৬

পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়ার মাপকাঠি

যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে পরিচালনা পর্ষদ/পর্ষদীয় কমিটির কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে তা নিম্নরূপ ঃ

পর্ষদ/পর্ষদীয় কমিটির ক্ষেত্রসমূহ		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ার মাপকাঠি
১। ঋণ মঞ্জুর	ক) প্যাকেজ একক ঋণ (ফোর্সড ঋণ বাদে)	ঋণ বিতরণ শুরু
	খ) প্রকল্প ঋণের প্রাক অনুমোদন	প্রাক অনুমোদনপত্রের শর্ত পূরণ
	গ) এলসি/ব্যাংক গ্যারান্টি	এলসি খোলা/ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান
	ঘ) ফোর্সড ঋণ	ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি
২। ঋণ নবায়ন	ক) বিদ্যমান শর্তে	ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র প্রাপ্তি
	খ) নতুন শর্তে	নতুন শর্ত পূরণ
৩। ঋণসীমা বৃদ্ধি	ক) বিদ্যমান শর্তে	ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র প্রাপ্তি
	খ) নতুন শর্তে	নতুন শর্ত পূরণ
৪। সুদ মওকুফ	ক) ডাউনপেমেন্ট ঘাটতি না থাকলে	প্রথম কিস্তি আদায়
	খ) ডাউনপেমেন্ট ঘাটতি থাকলে	ঘাটতি ডাউন পেমেন্ট আদায়
৫। ঋণ অবলোপন		সম্পন্ন হলে
৬। ঋণ পুনঃতফসিল	ক) ডাউনপেমেন্ট ঘাটতি না থাকলে	প্রথম কিস্তি আদায়
	খ) ডাউনপেমেন্ট ঘাটতি থাকলে	ঘাটতি ডাউন পেমেন্ট আদায়
৭। ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পরিবর্তন ও শেয়ার হস্তান্তরের অনুমোদন		সংশ্লিষ্ট শাখাকে জ্ঞাত করা
৮। ঋণের জামানত অবমুক্তি/পরিবর্তন, অন্য শাখায় ঋণ স্থানান্তর		সম্পন্ন হলে
৯। মামলা দায়ের	ক) ঋণ খেলাপী	মামলা দায়ের করা
	খ) জাল্ল জালিয়াতি	মামলা দায়ের করা
	গ) বিবিধ	মামলা দায়ের করা
১০। মামলা প্রত্যাহার/স্থগিত		প্রত্যাহার/স্থগিত করা
১১। আইনজীবীদের প্যানেল ও ফী তফসিল অনুমোদন		ইস্তেহার জারি করা হলে
১২। পেজ/লিমের মালামাল, বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি		বিক্রি হলে
১৩। বোনাস, এক্সগ্রেসিয়া, প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মচারীদের পোষাক ইত্যাদি ব্যয় অনুমোদন (যার জন্য ইস্তেহার জারি করা হয়)		সংশ্লিষ্ট বিভাগ কতৃক ইস্তেহার জারি করা হলে
১৪। অন্যান্য ব্যয় অনুমোদন (যার জন্য ইস্তেহার জারি করা হয়না)		শর্ত পূরণপূর্বক ব্যয় নির্বাহ করা
১৫। সেবা/মালামাল সংগ্রহ (Procurement)		সেবা/মালামাল প্রাপ্তি
১৬। পুরনো যানবাহন, আসবাবপত্র ইত্যাদি বিক্রি/অবলোপন		বিক্রি/অবলোপন হলে
১৭। মানব সম্পদ	ক) নিয়োগ	নিয়োগপত্র ইস্যু করা হলে
	খ) পদোন্নতি/পদত্যাগ	জ্ঞাত করা
	গ) অন্য প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে প্রেরণ	ছাড়পত্র প্রদান
	ঘ)) পেনশন/আনুতোষিক প্রদান	প্রদান করা হলে
১৮। চিকিৎসা উপদেষ্টা নিয়োগ ও তাদের সম্মানী		চিকিৎসা উপদেষ্টার সম্মতিপত্র প্রাপ্তি
১৯। ব্যাংকের পক্ষে বিভিন্ন ডকুমেন্ট/চুক্তি ইত্যাদি স্বাক্ষরের জন্য আমমোক্তারনামা (P/A) প্রদানের অনুমোদন		স্বাক্ষরিত আমমোক্তারনামার কপি সংশ্লি ষ্টসকলকে প্রদান করা
২০। শৃঙ্খলা/আপীল বিষয়ক		সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সিদ্ধান্ত অবহিত করা
২১। নিরীক্ষা ও পরিদর্শন		আপত্তি নিষ্পত্তি/পরিপালন প্রতিবেদন দাখিল
২২। নীতিমালা (Policy Guidelines)		নীতিমালা জারি করা
২৩। কর্মকর্তাদের অর্পিত ক্ষমতা তফসিল অনুমোদন		সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা
২৪। ব্যবসা পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন		সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা
২৫। বার্ষিক/অর্ধবার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন অনুমোদন		বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট কপি প্রেরণ/পত্রিকায় প্রকাশ
২৬। শাখা খোলা/স্থানান্তর/একীভূতকরণ/নাম পরিবর্তন		সম্পন্ন হলে
২৭। নতুন ভবন/ফ্লোর/স্পেস, গাড়ি ইত্যাদি ভাড়া, ভাড়া চুক্তি নবায়ন		চুক্তি সম্পাদন হলে
২৮। প্রচলিত আইন/বিধি বিধান/রেগুলেটরী অথরিটির নির্দেশ মোতাবেক পর্ষদ/পর্ষদীয় কমিটিতে উপস্থাপনযোগ্য অন্য যে কোন প্রস্তাব/স্মারক		নির্দেশ পরিপালিত হলে
২৯। পর্ষদ/পর্ষদীয় কমিটি/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অন্য কোন নির্দেশ/পরামর্শ		নির্দেশ/পরামর্শ পরিপালিত হলে

সংযুক্তি-৭

পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

পর্ষদের সভার নং ও তারিখ	স্মারক নং ও স্মারকের বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্তাকারে)	বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/ কার্যালয়/শাখাকে সিদ্ধান্ত অবহিত করণের তারিখ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তবায়নের প্রকৃত অবস্থা/বর্তমান অবস্থা)

সংযুক্তি-৮

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের তালিকা

ক্রমিক নং	সার্কুলার/ সার্কুলার লেটার নং	তারিখ	বিষয়বস্তু
পরিচালনা পর্ষদ, চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহীর কার্যাবলী, ক্ষমতা ও দায়িত্ব			
১.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৬	০৪-০২-১০	ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও প্রধান নির্বাহীর দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত বিধি নিষেধ।
২.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -১৬	০৯-০৮-০৩	ব্যাংকের উপদেষ্টা নিযুক্তির বিধি-বিধান ও তাঁর দায়-দায়িত্ব।
৩.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৮	১২-০৫-০৯	বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও প্রধান নির্বাহীর দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ।
পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী নিয়োগ			
৪.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -১৫	০৩-০৯-০২	ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ও উপদেষ্টা নিযুক্তির বিধি-বিধান।
৫.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -০৬	১৬-০৩-০৩	ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ও উপদেষ্টা নিযুক্তির বিধি-বিধান।
৬.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -১২	১০-০৬-০৩	ব্যাংক কোম্পানীতে বিকল্প পরিচালক নিয়োগ।
৭.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -০৩	০১-০২-০৬	ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিযুক্তির বিধি-বিধান।
৮.	বিআরপিডি সার্কুলার নং - ১১	০৫-১১-০৭	ব্যাংক-কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদের গঠন ও মেয়াদ এবং পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা ।
৯.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -১০	২৩-০৭-০৮	আমানতকারীদের মধ্য হতে ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত বিধি, ২০০৮।
১০.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -১২	১৮-১০-০৮	আমানতকারীদের মধ্য হতে ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত বিধি, ২০০৮।
পরিচালকদের প্রদেয় সম্মানী			
১১.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৩	১৮-০১-১০	পরিচালক পর্ষদের সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকদের প্রদেয় সম্মানী।
ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকসমূহের জন্য গাইডলাইন			
১২.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১৫	০৯-১১-০৯	Guidelines for Islamic banking.
ঋণ ঝুঁকি বিন্যাস (CREDIT RISK GRADING)			
১৩.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১৮	১১-১২-০৫	Implementation of Credit Risk Grading Manual.
মূলধন পর্যাপ্ততা (CAPITAL ADEQUACY)			
১৪.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১০	২৪-১১-০২	Master Circular on Capital Adequacy of Banks.
১৫.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৩	০৯-০৫-০৪	Master Circular on Capital Adequacy of Banks.
১৬.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১১	২৫-০৮-০৫	১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইনের ৩৩ নং ধারা মোতাবেক সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণ।
১৭.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১২	২৫-০৮-০৫	বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা সংরক্ষণ (CRR).
১৮.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১৩	১৪-১০-০৯	Guidelines on Sub-ordinate Debt for inclusion regulatory capital.
১৯.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৭	২৮-০৮-০৬	Master Circular on Capital Adequacy of Banks.
২০.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০১	১৯-০২-০৭	Master Circular on Capital Adequacy of Banks.
২১.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৫	১৪-০৫-০৭	Master Circular on Capital Adequacy of Banks.
২২.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১৪	৩০-১২-০৭	Implementation of New Capital Accord (Basel–II) in Bangladesh.
২৩.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৫	২৯-০৪-০৮	Maintenance of provision on Small and Medium Enterprises (SMEs) financing
২৪.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৬	২১-০৫-০৮	Capital Adequacy of Banks.
২৫.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -১১	১৪-০৮-০৮	ব্যাংক কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের ন্যূনতম মাত্রা।

২৬.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৯	৩১-১২-০৮	Guidelines on Risk Based Capital Adequacy for Banks (Revised Regulatory Capital Framework in line with BASEL-II).
২৭.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -০৫	২০-০৭-০৯	Guidelines on Risk Based Capital Adequacy for Banks-এর ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকসমূহের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় (অধ্যায়-০১) সংযোজন।
২৮	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১৩	১৪-১০-০৯	Guidelines on Subordinated Debt for inclusion in Regulatory Capital
২৯.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -২০	২৯-১২-০৯	Guidelines on 'Risk Based Capital Adequacy (RBCA) for Banks' (Revised regulatory capital framework in line with Basel II).
বৃহদাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) হতে ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ			
৩০.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১৩	২৬-১০-২০০০	বৃহদাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো হতে ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের আবশ্যকতা।
লভ্যাংশ (Dividend) প্রদান			
৩১.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -১৮	২০-১০-০২	ব্যাংক কোম্পানী কর্তৃক লভ্যাংশ প্রদান।
বিলাসবহুল যানবাহন ও আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জার উচ্চ ব্যয় পরিহার			
৩২.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -১৭	১৭-০৮-০৩	বিলাসবহুল যানবাহন ও আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জার উচ্চ ব্যয় পরিহার।
৩৩.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -৮	৬-১২-০৯	বিলাসবহুল যানবাহন ও আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জার উচ্চ ব্যয় পরিহার।
ব্যাংক কোম্পানী কর্তৃক মুনাফার তথ্য প্রকাশ			
৩৪.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -০৩	৩০-০৩-০৪	ব্যাংক কোম্পানী কর্তৃক মুনাফার তথ্য প্রকাশ।
ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশন সংরক্ষণ			
৩৫.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৫	০৫-০৬-০৬	Master Circular-Loan Classification and Provisioning.
ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং			
৩৬.	বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৬	০৫-০৭-০৬	Credit Rating of the Banks.
একক ঋণগ্রহীতাকে প্রদেয় সর্বোচ্চ ঋণসীমা			
৩৭.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৫	০৯-০৪-০৫	Master Circular –Single Borrower Exposure Limit.
পুনঃতফসিলের নীতিমালা			
৩৮.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০১	১৩-০১-০৩	ঋণ পুনঃতফসিলের নীতিমালা
৩৯.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০২	১৪-০২-০৬	Policy for Rescheduling of Loans.
৪০.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৩	১৯-০৩-০৬	Policy for Rescheduling of Loans.
৪১.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৩	১৯-০৪-০৯	বিরাজমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় রপ্তানিমুখী-শিল্পখাতে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ নীতিমালা সহজীকরণ।
৪২.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১৭	০৬-১২-০৯	বিরাজমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় রপ্তানিমুখী-শিল্পখাতে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ নীতিমালা সহজীকরণ।
৪৩.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -০৯	১০-১২-০৯	ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা।
৪৪.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১৮	২১-১২-০৯	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ।
ঋণ অবলোপনের নীতিমালা			
৪৫.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০২	১৩-০১-০৩	ঋণ অবলোপনের (Write-off) নীতিমালা।

ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণ নীতিমালা			
৪৬.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৭	১৮-০৩-০৩	ব্যাংকসমূহের শাখা সম্প্রসারণ নীতিমালা।
৪৭.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -০২	০৯-০১-০৬	Redefining of urban and rural Areas for Opening new Branches by Private Commercial Banks.
৪৮.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -০৫	১৬-১০-০৬	Branch Expansion Policy of Banks.
৪৯.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -০৬	০৪-০৫-০৮	Introduction of SME Service Centre for Loan Disbursement and Recovery in Small and Medium Enterprise (SME) Sector.
৫০.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -১৪	২৪-১২-০৮	ব্যাংকসমূহের শাখা স্থানান্তর নীতিমালা।
৫১.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -০৬	০৫-১১-০৯	বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এসএমই/কৃষি শাখা খোলা।
বহিঃক্রেডিট মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান			
৫২.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৭	২৩-০৯-০৮	Guidelines for recognition of eligible External Credit Assessment Institution (ECAIS).
৫৩.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৫	২৯-০৪-০৯	Mapping of External Credit Assessment Institution (ECAIS) rating with Bangladesh Bank rating grade.
পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ			
৫৪.	ডিওএস সার্কুলার নং-১৬	২৯-১১-০৩	ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা			
৫৫.	ডিওএস সার্কুলার নং-০১	০১-০৬-০৮	Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) in Banks and Financial Institutions in Bangladesh
উৎপাদন খাতসহ বিভিন্ন খাতে ঋণের সুদ হার পুনঃনির্ধারণ			
৫৬.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৪	১৯-০৪-০৯	বিরাজমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় উৎপাদনশীল খাতসহ বিভিন্ন খাতে ঋণের সুদ হার পুনঃনির্ধারণ।
৫৭.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০৯	০১-০৬-০৯	বিরাজমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় উৎপাদনশীল খাতসহ বিভিন্ন খাতে ঋণের সুদ হার পুনঃনির্ধারণ।
৫৮.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১১	০১-১০-০৯	বিরাজমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় উৎপাদনশীল খাতসহ বিভিন্ন খাতে ঋণের সুদহার পুনঃনির্ধারণ।
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অফ-সাইট সুপারভিশন			
৫৯.	ডিবিওডি সার্কুলার নং -০৩	০৭-১২-১৯৯৯	বাণিজ্যিক অফ-সাইট সুপারভিশন।
ব্যাংক চার্জের তফসিল সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার			
৬০.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -১৯	২২-১২-০৯	Master Circular on Schedule of Charges.
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণখেলাপী পরিচালক অপসারণ			
৬১.	বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং -১০	১৭-১২-০৯	আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এর খেলাপী জনিত কারণে অপসারণ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।
বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা সংরক্ষণ (CRR)			
৬২.	বিআরপিডি সার্কুলার নং -০১	১২-০১-০৯	বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা সংরক্ষণ (CRR).